জয়ীতা

মাহমুদা রুনু

জনারন্যে প্রতিনিয়ত জাগতিক
প্রহসনে প্রহেলিকায় –
প্রদিপ্ত প্রখ রা স্নেহসমুদ্র
বক্ষে ধারণ করে আছো
সব র্ংস হা জননী আমার ।
তুমি জয়ীতা, অপরাজিতা ।

অন্ধকারের অন্তরালে ––
আলোকের ফল্গুধারায়
তোমার অস্িহত্ব দিয়েছো আমায়
অস্িহতে, মজ্জায়, বুদ্ধির মন্ত্রে ।

হিংসা উন্মত্ত কোলাহল থেকে
আমার কল্পিত আবাস
তোমার জঠরে ।
যেখানে আমার শুরু ।
তব আদৃত অভয়ারন্যে
নিস্পাপ পুন জর্ন্ম পাই
বারবার বহুবার ।
তুমি জয়ীতা , তুমি অপরাজিতা ।

সফলতায়, বিফলতায়,
আনন্দে, আঘাতে,
রোদনে, বিনোদনে,
তোমার বুকের ওম খুজি
সুঘ্রান পেতে চাই তোমার চুলের ।

তব ব্যক্তিত্বম য়ী সুদৃঢ়
আদশ র্প্রদীপ আমার বুকের গভীরে,
সলতে জ্বলছে অনিব ান –
অফুরন্ত স্নেহের জ্বালানীতে ।
পৃথিবীর চক্ষু বিস্ফারিত
হৃদয় উদ্বেলিত ।

তোমার উৎস উৎসারিত
প্রজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠার জ্যোতি
প্রজন্মে প্রজন্মে প্রলম্বিত ।
তুমিই আমার মা, স্নেহম য়ী জননী ।
স্পন্দিত হৃদয়ের ঝংকার
তুমি জয়ীতা, অপরাজিতা ।

আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপি
নিঝর্রিনির কলতান ছাপি
অনিন্দ সুন্দর বিস্ফারিত নেত্র ,
কি অপুব ´! কি অপ রুপ !
তোমার আখির দিপ্তি ।

জীবনের চড়াই-উৎড়াই চরাচরে
তব অম্লান জ্যোতির জোতিম র্য় স্পশে,´
কষ্টক্লিষ্টতা পরাজিত,
পরাভব অবক্ষয় ।
জন্মদায়িনী, তুমি জয়ীতা ।
তুমি অপরাজিতা ।

(মা দিবসে মায়ের জন্য লেখা)